দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

# বেসরকারী শিক্ষকদের মহার্ঘ্য ভাতা প্রসঙ্গে

রেডিও-টেলিভিশনে অর্থ উপদেষ্টার বাজেট ঘোষণার পরপরই বেসরকারী শিক্ষকদের মহার্ঘ্য ভাতার প্রসঙ্গ আলোচনায় উঠে আসে। ওই দিন রাতে বিবিসি'র ফোন ইন অনুষ্ঠানে ঘোষিত বাজেটের আলোকে বেসরকারী শিক্ষকদের মহার্ঘ্য ভাতা আওতায় আসবে কি না- এ নিয়ে শ্রোতারা প্রশ্ন করেন। আলোচক এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, বাজেটে বেসরকারী শিক্ষকদের মহার্ঘ্য ভাতার ব্যাপারে কোন ঘোষণা নেই। বিষয়টি অস্পষ্ট। মূলতঃ বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীরা মহার্ঘ্য ভাতা পাবেন কি না, সে বিষয়ে বাজেট বক্তৃতায় কোন উল্লেখ না থাকার কারণেই বেসরকারী শিক্ষকদের মহার্ঘ্য ভাতা পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুরূপ বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের ২০ ভাগ মহার্ঘ্য ভাতা এবং স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য জাতীয় বাজেটে অর্থ বরাদ্দের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন। শিক্ষকদের অন্যান্য সংগঠনও অবিলম্বে বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য ২০ ভাগ মহার্ঘ্য ভাতা ঘোষণার দাবী জানিয়েছে। এ প্রসঙ্গে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতির কারণে আয়ের সাথে ব্যয়ের অসমতার ফলে জীবনযাত্রা যখন অসহনীয় পর্যায়ে উপনীত, তখনই বাজেটে সরকারী-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ২০ ভাগ মহার্ঘ্য ভাতা প্রদানের ঘোষণা নিঃসন্দেহে একটি শুভ উদ্যোগ। অর্থনীতির এই দুরবস্থায় যেমনি সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিপর্যস্ত, তেমনি বেসরকারী শিক্ষক সমাজও দারুণ দুর্দশার শিকার। এই মহান পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের দুরবস্থা বিবেচনা করে আমরা বেসরকারী মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুরূপ ২০ ভাগ মহার্ঘ্য ভাতা প্রদানের দাবী জানাচ্ছি।

অতীতে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাড়ার সাথে সাথে এমপিওভুক্ত বেসরকারী শিক্ষকদের বেতনও বেড়েছে। এবারে এমনটি কেন হয়েছে সে সম্পর্কেও কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি। অথচ এটাই বাস্তব যে, দেশের বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থায় বেসরকারী শিক্ষকরাই মূল চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করে আসছেন। বর্তমান সরকারের আমলে মূল্যস্ফীতি যে স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে, তাতে সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। গরীব মানুষ আরও গরীব হয়েছে। নিঃস্ব মানুষের সংখ্যা অনেকগুণ বেড়ে গেছে বলে অর্থনীতিবিদগণ মন্তব্য করেছেন। সেখানে মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকদের মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধির সুস্পষ্ট ঘোষণা না থাকা একটা বড় ধরনের ব্যতিক্রম বলেই আমরা মনে করি। দেশের শিক্ষার মান উন্নত করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখেই সরকার এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বেতন দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অথচ এবারে যদি তার কোন ব্যত্যয় ঘটে তাহলে নানা প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত করে দেশের ভবিষ্যত বংশধরদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার দায়িত্বে নিয়োজিত স্বতন্ত্র এবতেদায়ী শিক্ষকগণও আগের মতই বঞ্চিত থেকে যাবেন। তাদের দুর্দশার অবসান হবে না। বলার অপেক্ষা রাখে না, দেশে মূল্যবোধের প্রশিক্ষণাগার মাদ্রাসার শিক্ষাকে সত্যিকার অর্থে এগিয়ে নেয়ার স্বার্থে পৃষ্ঠপোষকতা করা হলে দেশের বিদ্যমান প্রায় সকল সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব হতে পারে। এ কারণেই স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোর জন্য ঘোষিত বাজেটে বরাদ্দ রাখা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দের আবেদন জানিয়ে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ বলেছেন, এবতেদায়ী শিক্ষা হচ্ছে, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষার সমমানের শিক্ষা। এই মাদ্রাসাসমূহ ফিডার ইনস্টিটিউট। নিরক্ষরতা মুক্ত করাসহ দেশের ভবিষ্যত বংশধরদের শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্বে নিয়োজিত এ সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা যুগ যুগ ধরে বেতন-ভাতা থেকে বঞ্চিত। সরকারের তরফে বার বার প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও সে প্রতিশ্রুতি আজও বাস্তবায়িত হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে আমরা এবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের দাবী জানাচ্ছি।

জাতীয় বাজেটে বেসরকারী শিক্ষকদের মহার্ঘ্য ভাতা এবং স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা না থাকা অনেককেই বিস্মিত করেছে। ঘোষিত মহার্ঘ্য ভাতার আওতায় সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আনা হলে বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক মান রক্ষায় অনুরূপ ঘোষণা আসবে- সঙ্গত কারণেই এটাই কাঙ্ক্ষিত ছিল। কারণ, নতুন ঘোষণায় যদি বেতন বৈষম্য দেখা দেয়, তাহলে শিক্ষক পদে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে তরুণ ও মেধাবীদের পাওয়ার সঙ্কট আরও তীব্রতর হতে পারে। এর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে শিক্ষা ক্ষেত্রে। শিক্ষকতা এমনিতেই লোভনীয় পেশা নয়, ত্যাগী পেশা হিসেবে মনে করা হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মহান পেশায় যারা নিয়োজিত থাকবেন তারা বাচ্চা-কাচ্চাসহ পরিবার নিয়ে অসম্মানজনক অবস্থায় দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করবেন। এটা সকলেরই মনে রাখা দরকার, বেসরকারী শিক্ষকরা প্রচলিত বাজার থেকে একই মূল্যে, চাল, ডালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উচ্চমূল্যে ক্রয় করে থাকেন। বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য মহার্ঘ্য ভাতার ঘোষণা না থাকা শিক্ষকদের জন্য এক ধরনের অপমানজনকও বটে। আমরা আশা করি, চূড়ান্ত বাজেটে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘোষিত অনুরূপ মহার্ঘ্য ভাতার ঘোষণা এবং সেই সাথে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখা হবে।